61

তারিখ 18 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় চাই

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক উপাদান। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী বাজার কাঠামোর অভাবে শিক্ষা এখনও এদেশে পণ্য হয়ে উঠেনি। তাই সরকারের দায়-ই এখানে বেশি। এ প্রেক্ষিতে সরকারসমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের জন্য সম্পদের সঠিক বণ্টন বিন্যস্ত করে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও এটা মৌলনীতি। কিন্তু আমাদের এই শ্যামল বাংলাদেশের সুবোধ সরকারগুলো কখনই অন্ততঃ বরিশালের ব্যাপারে ঐ মৌলনীতিটি মেনে চলেনি। এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও সচেতনতা অতি প্রখর বিধায় কোন সরকারেরই অরাজনৈতিক ও অন্যায় উদ্যোগ-আয়োজনকে এরা গ্রহণ করেনি। বরিশাল এখনও টিকে আছে, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে। পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি কখনও।

ভেবেছিলাম গণতান্ত্রিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা সার্বিক বরিশাল উন্নয়নে নজর দেবে। বিভাগ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও বরিশালের ভাঙ্গা রাস্তায় সোডিয়াম লাইটের ব্যবস্থা করে বর্তমান সরকার বরিশাল উন্নয়নের দিকে একটু অনু-নজর দিয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে এ সরকারও দৃষ্টি দেয়নি। আমরা জানি, বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে সামগ্রিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু যে দাবিটি সর্বপুরনো, সর্বস্তরের ও অতিযৌক্তিক—সেটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি। এই ঘোষণা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কি এখনই করা উচিত নয় কিংবা করা যায় না?

শিক্ষা যদি মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক হয় তাহলে বরিশালই দেশের মানবসম্পদের দিক থেকে উল্লেখ্য অবস্থানে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সুষম উন্নয়নের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই আমি দাবি জানাচ্ছি, বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। এখন এটা বিএম কলেজকে করবে না নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবে সেটা নীতি নির্ধারকদের ব্যাপার। বরিশাল অঞ্চলের আপামর জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের দাবিটির প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা দেখানো উচিত ও প্রয়োজন। সরকার এ দাবিটি না মানলে আঞ্চলিক বৈষম্যর প্রসঙ্গটিই মূলত সামনে এসে যাবে।

মোঃ আখতারুজ্জামান খান
সভাপতি
পলিসি সিনথেসিস ফোরাম (পিএসএফ)
বরিশাল